বিষগোলাপের বন

(ধর্ম ও কর্মবিষয়ক দার্শনিক অনুভাবনা)

মুসা আল হাফিজ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

মুসা আল হাফিজ।

বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে এক বিস্ময়কর প্রতিভার নাম। নিজে ভাবেন, সাথে অন্যের ভাবনার দুয়ারে শক্ত আঘাত করেন। লিখেন বোধ ও বিশ্বাসের মৌলিক কথামালা।

'বিষগোলাপের বন' তার দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার প্রাণবন্ত উপস্থাপনা। এক-একটি শব্দ-বাক্য যেন হাজারো অব্যক্ত কথার বহিঃপ্রকাশ। অসাধারণ এই ব্যতিক্রমী সাহিত্য হীরক পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গার্ডিয়ান পরিবার দারুণ উচ্ছ্বসিত।

মুসা আল হাফিজের ভাষায় বলি—'আমার কাছে কিছু স্বপ্ন আছে। তোমরা ঘুমাচ্ছো বলে দেখাতে পারছি না। ঘুম থেকে জাগো, স্বপ্ন দেখাব।'

সম্মানিত পাঠক, চলুন স্বপ্নের অনুভাবনার খোঁজে বিষগোলাপের বনে ঘুরে আসি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
২৬ আগস্ট, ২০২০

ভূমিকা

'বিষগোলাপের বন' নামপদের মধ্যে এক ধরনের আলো-আঁধারের লুকোচুরি কিংবা গভীর দর্শনতত্ত্বের গন্ধ পাওয়া যায়। বইটিতে রয়েছে বিচিত্র অনুচিন্তন (Reflection)। এর সাথে রয়েছে জ্ঞান, সংবেদন ও দর্শনের নিবিড় সংযোগ।

বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে আমাদের যেতে হবে ইংরেজ দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪)-এর কাছে। বিখ্যাত *Eassy Concerning Human Understanding* (১৬৯০) গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন–বিচিত্র অনুভাবসমূহ কীভাবে মৌলিক ধারণা তৈরি করে। যেভাবে শ্বেতত্ব, মিষ্টতা, কাঠিন্য ইত্যাদি মৌলিক ধারণার সমবায়ে আমরা চিনির ধারণা লাভ করি, তেমনি বহুমাত্রিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবেদন ও অন্তরদর্শনের মাধ্যমে আমরা জ্ঞান ও নবচিন্তায় উদ্ভাসিত হই। 'বিষগোলাপের বন' মূলত এক উদ্ভাসন প্রচেষ্টা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবেদন ও অন্তরদর্শনের সমন্বয়ে বইটি বৃহৎ লক্ষ্য পূরণ করে।

জন লক মনে করতেন–শব্দ, গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতি গুণের অধিষ্ঠান বস্তুতে নয়; মনে। ইন্দ্রিয় ও মনের সাথে সম্পর্কিত থাকে একটি বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ। ফলে ইন্দ্রিয় ও মনের জাগরণ দার্শনিক সত্তার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা তো এমন পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় মনন ও সৃজনশীলতার অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করি।

এই যাত্রাপথের কিছু অনুচিত্র দেখা যাবে *বিষগোলাপের বন* গ্রন্থে। বইটিতে আছে বন্য ফুলের স্বাদ ও চরিত্র। এ ধরনের চরিত্রে হতবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা, কবি মুসা আল হাফিজ মানেই একটু ব্যতিক্রমী ঢেউ, ভিন্নতার স্বাদ কিংবা টক-ঝাল-মিষ্টির একটা রাহসিক অনুভূতির উন্মীলন। কবিতা, গদ্য, প্রবন্ধসহ শিল্প-সাহিত্যের সকল শাখাতেই তার এ ধরনের প্রকাশ নিয়মতান্ত্রিক হয়ে গেছে। তার চিন্তানিসৃত সাহিত্যের সকল শাখার মজা এখানেই।

'তিরন্দাজ সংলাপ' দিয়েই বিষগোলাপের বনে যাত্রা শুরু করেছেন কবি মুসা আল হাফিজ। যাত্রাপথে একজন তিরন্দাজের গতিবিধি দেখে চমকে উঠতেই পারেন। সংলাপের শব্দে চোখ রেখেই হঠাৎ কেউ ভাবতে পারেন–কোনো এক ক্লাসের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য হয়তো নৈর্ব্যক্তিক গাইড লেখা হয়েছে। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সল্যুশন ব্যাংক। এক-দুই নম্বরের জন্য ছোটো ছোটো প্রশ্ন এবং উত্তর দিয়ে সাজানো হয়েছে বইটি। বোদ্ধা পাঠকের কেউ কেউ অবহেলায় এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখাতেই পারেন। সাধারণ পাঠক ভাববেন, এটা আবার কেমন সাহিত্য! একজন কবি শেষমেষ গাইড বইয়ের লেখক? এই বয়সে আমি গাইড বই দিয়ে আবার কী করব? দ্রুত এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এমন ভেবে কেউ কেউ সটকে পড়ার উদ্যোগ নিতেই পারেন।

হ্যাঁ। তিরন্দাজ সংলাপের প্রশ্নোত্তরগুলো অবশ্যই গাইড বইয়ের মতো। তবে প্রচলিত একাডেমিক কোনো পরীক্ষার জন্য নয়; এ পরীক্ষা জীবনের, চিন্তার, জীবনবোধের। প্রতিটি প্রশ্নের আড়ালে যেমন রহস্যের চন্দ্রবিন্দু খেলা করছে, তেমনি অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে জীবন-দর্শনের এক কাব্যময় আকাশ। দেখা-অদেখার কাব্যদর্শনে কবির প্রশ্ন : 'চারপাশে যা কিছু দেখি, তা আসলে কী?' সংক্ষিপ্ত উত্তরে আকাশে অবগাহন : 'যা কিছু দেখি, তা আসলে দলিল এমন কিছুর–যাকে আমরা দেখি না!' জুলুম চিত্রিত প্রশ্নে তিনি যখন বলেন–'ফুলের প্রতি অবিচার কখন করা হয়?' অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরে বিশাল সামুদ্রদর্শন : 'যখন তাকে পাতা বা ডালের মতো ওজন করা হয়!' এখানেও ঠিক সেই কথাই প্রযোজ্য। একাডেমিক গাইড বইয়ের সাথে নক্ষত্রচূর্ণকে তুলনা করলে ঠিক এমনই হবে।

'তিরন্দাজ সংলাপ' অধ্যায়ে ৪২টি শিরোনামে বিন্যস্ত বিচিত্র প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এ সত্য প্রকাশিত। যেমন : অনন্যতা শিরোনামে প্রশ্ন করা হয়েছে–'অসাধারণ জীবন কোথায়?' কবি উত্তর দিয়েছেন–'সাধারণ জীবনযাপনে।' 'বিনিময়' শিরোনামে প্রশ্ন : 'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার কী?' উত্তরে কবি বলেছেন–'তাকে রক্ষা করলে সে আমাদের রক্ষা করবে।'

'অনুভবের লতাতন্তু'কে গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায় বলতে পারি। ৪৯টি শিরোনামে বিভক্ত অনুভাব। কোনো প্রশ্ন নেই এখানে। সাজানো প্রশ্ন ছাড়াই আছে কিছু উত্তর। যদিও প্রশ্ন আছে, তবে সেটা উত্তরের জন্যই। অনুগল্প, বাণী চিরন্তন, কাব্যচোখ, দার্শনিক প্রবাদ যেমন আছে, তেমনি তীব্র বিদ্রুপ (Sarcasm)-এর সাথে জ্ঞান বিতরণের কৌতুকও খুঁজে পাবেন এখানে। 'জলাশয়টি যখন তোমার কাছে পৃথিবী, তখন বোঝা উচিত, তুমি যাপন করছ ঢোঁড়া সাপের জীবন!' কিংবা 'মাছেরা জানে, কার অবস্থান কোথায় থাকা উচিত। নদীর মাছ সাধারণত সাগরে যায় না। সাগরের মাছ সাধারণত নদীতে আসে না। তারা জানে, নিজেদের সামুদ্রিক বা মিঠা পানির বৈশিষ্ট্য হারালে নিজেরা আর বাঁচবে না!' এমন অতিসামান্য সাধারণ বিষয়গুলো আপনার উপলব্ধির মৃত্তিকায় রসবোধ জাগাতে পারে কিংবা ঠাসা জঙ্গলে ছড়িয়ে দেবে সুগন্ধি হাওয়া।

সামান্য পাঠেই আমি ব্যক্তিগতভাবে সে হাওয়ায় দুলে উঠেছি। আপনিও দুলে উঠবেন সাগর পাড়ের বিশুদ্ধ স্নিগ্ধতায়। কারণ, কবি আপনাকে শোনাবেন নতুন পরিসরের কথা–'যারা কবিতায় চলাফেরা করে, তারা সীমিত পরিসরে চলাফেরা করতে পারে না।'

কিংবা শোনাবেন গালগল্প। কবি জানান ভোগবাদের সাথে আলাপের জবানবন্দি। রাস্তায় দেখা হলো তার সাথে। সে বলল–'ভালো থাকুন।' আমি বললাম–'তুমি যেখানে আছো, সেখানে আমরা ভালো থাকি কী করে?'

এখানে ঝাঁঝালো স্যাটায়ার পাঠক লক্ষ করবেন। আবার অন্য রচনায় দেখা যাবে গম্ভীর ও গভীর জীবনবোধ। যেমন : 'কৃষকের বিজ্ঞপ্তি' শিরোনামে কবি লিখেন–'যখন আমাকে তোমাদের মাঝে

পাচ্ছো না, বুঝে নিয়ো চাষাবাদে আছি। যখন চাষিদের খেতে পাওয়া যাবে না, বুঝে নিয়ো আকাশের খেতে আছি। জমিনে আমাদের খেত আছে, আসমানেও। জমিনের খেতের ফসল মুখ দিয়ে খাই, আকাশের খেতের ফসল খাই হৃদয় দিয়ে!'

জবানবন্দি আর সাক্ষাৎকারের অদ্ভুত গাঁথুনিতে 'অস্তিত্বের বংশীধ্বনি' দিয়েই তৃতীয় পর্ব শুরু করেছেন কবি মুসা আল হাফিজ। ১৫টি পৃথক শিরোনামে সাজানো এ অধ্যায়। এতে সাক্ষাৎকারের ভেতরে ভেসে উঠেছে অনুগল্পের প্রতিচ্ছবি। অনুগল্পের আঙ্গিকটা কখনো গাল্পিক, কখনো-বা কাব্যিক। বাক্য কিংবা পঙ্‌ক্তিগুলো সরলতার প্রলেপে গভীর। কথার ভেতরে লুকিয়ে আছে হাজারো কথা, দার্শনিক কবিতার বুদ্ধিবৃত্তিক খেরোখাতা। বিশ্বাস আর চেতনামূলে অক্সিজেন পাঠানোর জন্য আগাছামুক্ত করার প্রয়াসে নিড়ানি দিতে চান হৃদয়–জমিনে। ঐতিহ্যের সিঁড়িতে নিজেকে উঠানামা করিয়েছেন মস্তিষ্কের মেদ কমানোর আশায়। মেদ কমাতে চেয়েছেন মানবচিন্তার, জাতীয় জীবনের, স্বদেশের; গোটা পৃথিবীর। সফলতার হাতছানিই দেখতে পেয়েছি আমি। হয়তো সকল পাঠকই পাবেন। নিজেকে মানিয়ে নেবেন দার্শনিক কাব্যধারায়। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠকের সাক্ষাৎ হবে মহান চিন্তক ও দার্শনিকদের সাথে। যাদের মধ্যে আছেন কবি, বিজ্ঞানী ওমর খৈয়াম (১০৪৮- ১১৩১), ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মাদ গাজ্জালি (১০৫৮-১১১১), আবুল কাশেম মাহমুদ ইবনে ওমর জমাখশারি (১০৭৫-১১৪৪), আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮), রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০), মীর্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯), অ্যাডওয়ার্ড ফিটসজেরাল্ড (১৮০৯-১৮৮৩), শিবলি নোমানি (১৮৫৭-১৯১৪), টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ।

একটি রচনায় বিচিত্র কথোপকথন হয় হজরত শাহজাল (রহ.) (১২৭১-১৩৪৬)-এর সাথে। সাক্ষাৎকারের একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। আট ভাগে বিভক্ত এই সাক্ষাৎকারের শুরুটা এ রকম–

'কোথায় আছেন?'

'বেদনায়!'

'কী নিয়ে আছেন?'

'বেদনা।'

'আপনার আনন্দ নেই?'

'আছে।'

'সেটা কী?'

'আমার বেদনা।'

‘বস্তুবাদের প্রতি’ শিরোনাম রচনায় কবি মুসা আল হাফিজের উচ্চারণ খুবই স্পর্ধিত। যেমন : তোমার পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই মন, যার কাছে চিকিৎসা মানে পণ্য, গরিব মানে পোকামাকড়, বৃদ্ধ মানে লাশ, লাশ মানে শকুনের খাদ্য!

তোমার পকেট থেকে বেরিয়ে আসা সরকার মানে মারপিট, সেবা মানে ফাকিং, মন্ত্রী মানে বান্দর, হাসি মানে প্রতারণা, আর পররাষ্ট্রনীতি মানেই দুর্বলের দেশে গণহত্যা!

ঘটনার ভেতরেও ঘটনা থকে। সে ঘটনাগুলোর কোনোটা ঘটে, আবার কোনোটা ঘটে না। যেটা ঘটে না, কোনো কোনো চোখ সেটাকেই আগে দেখে। এ রকম চোখ যেমন বাংলাদেশের ঘরে-বাইরে, তেমনি বিশ্বের বৈশ্বিক আস্তরণের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে আছে। তবু তারাও দেখতে চায়, দেখতে চায় সাধারণ মানুষও। গ্রন্থের চতুর্থ পর্বটি ২২টি শিরোনাম দিয়ে সাজিয়েছেন কবি মুসা আল হাফিজ। ঘটনাগুলোর সাথে যুক্ত আছে বিভিন্ন জাতি ও ইতিহাসের নানা অধ্যায়। যুক্ত আছেন বহু ব্যক্তিত্ব। একেবারে সক্রেটিস (খ্রি.পূর্ব ৪৭০-৩৯৯), প্লেটো (খ্রি.পূর্ব, ৪২৭-৩৪৭), ডায়োজিনিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪১২-৩২২), আল বিরুনি (৯৭৩-১০৪৮), ইবনে হাইসাম (৯৬৫-১০৪০) থেকে নিয়ে রুডইয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫-১৯৩৬) ও ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) অবধি। রাজনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি, সাহিত্য-দর্শন, এমনকী অর্থনীতির চাকাতেও তৃতীয় চোখের যোগসূত্র ঘটিয়ে রেখেছেন তিনি। সে চোখ যদি মানবতার প্রলেপে আমাদের রাঙিয়ে নেয়, তবেই তো সুখনিদ্রা। কবি এতে কতটা সফল, তা পাঠকই বিচার করুন।

সবশেষে ‘বিষগোলাপের বন’ আবিষ্কারের জন্য কামান দাগাতে দাগাতে এগিয়ে গেছেন কবি মুসা আল হাফিজ। কামানের গোলায় আছে উত্তপ্ত বারুদ। সে বারুদেও সবাইকে ঝলসাতে পারবে না জানি। কারণ, চামড়ার পার্থক্য এখন অনেক বেশি। মানবিক গতরে এখন সার্জারি চলছে অনবরত। মস্তিষ্কের নিউরনে এখন ছায়াপথ আর ব্লাকহোলের স্নায়ুযুদ্ধ। চোখে পড়ে না যুদ্ধের সাজসজ্জা, কানে বাজে না মানবিকতার কষ্ট-বিলাপ। বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে যাচ্ছে কাব্যপৃষ্ঠা, দার্শনিক সবকের নান্দনিক বর্ণমালা। তবুও দুঃসাহসিক পথচলা।

হয়তো মিলবে সোনালি ভোরের সহাস্য সূর্য; তাইতো হৃদয়-মিনারে এই সাহসী আজান।

৯৫টি কথনে সজ্জিত এ অধ্যায়ে আছে নির্যাসধর্মী বচন। যেমন : আত্মপরিচয় সম্পর্কে কবির দার্শনিক অভিমত–‘তুমি যদি নিজের মতো করে নিজের পরিচয় না লিখ, অন্য কেউ তার মতো করে তোমার পরিচয় লিখবে।’ দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে কবির উক্তি–‘সত্য একটি বাঘ হলে দর্শন সেই বাঘের থাবা।’ ১৯৭১ সম্পর্কে তার উপলব্ধি হলো–‘১৯৭১ গুরুত্বপূর্ণ। এর মানে হলো, আরও ১৯৭১ দরকার!’ স্বাধীন চিন্তা সম্পর্কে তার মতামত–‘বিদ্রোহের বিস্ফোরক ছাড়া স্বাধীন চিন্তা অর্থহীন।’

ভূমিকা শেষ করতে চাই কবির বিশেষ এক আহ্বান দিয়ে। তিনি বলেছেন–‘আসুন! সংক্ষিপ্ত হই! বিস্তারিত হওয়ার প্রয়োজনে।’

বিষগোলাপের বন বইটি ঠিকই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এর ভেতরে নিহিত আছে দর্শনচিন্তার ব্যাপক বিস্তারণ। বইটির প্রতিটি অধ্যায় কিংবা প্রতিটি পৃষ্ঠা পাঠে পাঠক বিরাম নিতে পারেন এবং গভীর ভাবনার জন্য নিতে পারেন অবসর।

দার্শনিক বোধকে জাগায় এবং ভাবনাকে রাঙায়–এমন বই বরাবরই বিরল। *বিষগোলাপের বন* সেই ধারার এক উজ্জ্বল সংযোজন।

আর কথা নয়। আসুন, বনের ভেতরে প্রবেশ করি!

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ
(শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক)
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

তিরন্দাজ সংলাপ ১৭

অনুভবের লতাতন্তু.....২৭

অস্তিত্বের বংশীধ্বনি ৩৯

ঘটনার ভেতরে.....৫৯

বিষগোলাপের বন ৭৯

তিরন্দাজ সংলাপ

দেখা-অদেখা

প্রশ্ন : চারপাশে যা কিছু দেখি, তা আসলে কী?

উত্তর : যা কিছু দেখি, তা আসলে দলিল এমন কিছুর–যাকে আমরা দেখি না!

জুলুম

প্রশ্ন : ফুলের প্রতি অবিচার কখন করা হয়?

উত্তর : যখন তাকে পাতা বা ডালের মতো ওজন করা হয়!

অবস্থান

প্রশ্ন : জনপ্রিয় রচনা আসলে কী?

উত্তর : সাধারণ পড়ুয়াদের মন জোগানোর চেষ্টা। যা পাঠককে নিজের অবস্থানে রেখে তুষ্টি দেয়, নতুন অবস্থানের দিশা দেয় না।

স্বাধীন চিন্তা

প্রশ্ন : স্বাধীন চিন্তার বিপদ কী?

উত্তর : প্রথমে তাকে বিপদ ও পাগলামি মনে হয়!

প্রশ্ন : স্বাধীন চিন্তার শক্তি কী?

উত্তর : পরিণতিতে তাতে উত্তরণ ও সুস্থতা তালাশ করা হয়!

অধ্যবসায়

প্রশ্ন : মানুষের বোধের অগ্রগতি কীভাবে ঘটেছে?

উত্তর : যা প্রথমে অবোধ্য মনে হয়, তাকে ক্রমেই বোধের আওতায় নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে!

যোগসূত্র

প্রশ্ন : ভাইরাস আর ভাইরালের মধ্যে সম্পর্ক কী?

উত্তর : একটি আরেকটির মা!

পরাজিত বিশ্বাসী

প্রশ্ন : বিশ্বাসীরা কীসের যোগ্য নয়?

উত্তর : পরাজয়ের!

প্রশ্ন : তাহলে তারা পরাজয়ে ডুবে আছে কেন?

উত্তর: বিশ্বাসের সত্যে তাদের কর্ম ও জীবন ডুবছে না!

অনন্যতা

প্রশ্ন : অসাধারণ জীবন কোথায়?

উত্তর : সাধারণ জীবনযাপনে!

ইয়েলো জার্নালিজম

প্রশ্ন : হলুদ মিডিয়া ও শিয়ালের মধ্যে মিল কোথায়?

উত্তর: সত্যকে ঢাকার প্রশ্নে সব হলুদ মিডিয়ার এক রা!

প্রবৃত্তির মুরিদ

প্রশ্ন করা হলো, আদর্শ পীর কে?

মতলবি মুরিদের মন বলল, যে পীরের পরিচয়ে নিজে বড়ো সাজা যায়!

ধর্মদোকান

প্রশ্ন করা হলো, আদর্শ মুরিদ কে?

মতলবি পীরের মন বলল, যে মুরিদ টাকাওয়ালা!

চ্যালেঞ্জ

সে বলল–অগ্রসর চন্তা আমার চাই।

বললাম–চারপাশের লোকেরা তোমাকে বুঝছে না, এমন দুর্বহ পরিস্থিতি সইতে পারবে?

বিনিময়

প্রশ্ন : ঐতিহ্যের অঙ্গীকার কী?

উত্তর : তাকে রক্ষা করলে সে আমাদের রক্ষা করবে!

আপেক্ষিক

প্রশ্ন : সাফল্যের দুর্বল দিক কী?

উত্তর : অনেক সাফল্য অনেক ব্যর্থতার সমান। কিন্তু কিছু সাফল্য এমন আছে–যা ব্যর্থতার চেয়েও ভয়ংকর!

আত্মবোধ

প্রশ্ন : সিংহের কখন মন খারাপ হয়?

উত্তর : যখন বাঘের বদলে বুনো কুকুর তাকে কামড়াতে আসে!

মূলধন

প্রশ্ন : কোন কবি মূলধন হারায়?

উত্তর : যে কবি শৈশব হারিয়ে ফেলে, সে মূলধন হারায়!

জন্ম-মৃত্যু

প্রশ্ন : চিন্তাবিদের আসল জন্ম কখন হয়?

উত্তর : চিন্তাবিদের প্রথাগত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে!

কুৎসিত কলহ

প্রশ্ন : মুসলিমদের ভেতরগত বিরোধ কখন ইসলামি চরিত্র হারায়?

উত্তর : বিরোধটা যখন ভালো-মন্দের থাকে না; লড়াই হয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার।

মধ্যপ্রাচ্যের অসুখ

প্রশ্ন : ইহুদিবাদের জুতা বানিয়ে দেয় কে?

উত্তর : শিয়াবাদ!

প্রশ্ন : সেই জুতা মুছে দেওয়ার কাজ করে কে?

উত্তর : কিছু আরব রাজপরিবার!

প্রশ্ন : জুতার কারিগর আর জুতা মোছার কামলার মধ্যে ঝগড়া বাধায় কে?

উত্তর : ইহুদিবাদ!

প্রশ্ন : কেন সে আপন কামলাদের মধ্যে ঝগড়া বাধায়?

উত্তর : যাতে উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে শক্তিক্ষয় করে দুর্বল হয়, দুর্বল থাকে। উভয়েই যাতে তার কাছে বিচারপ্রার্থী হয় এবং এর বিচারে ওর আর ওর বিচারে এর কান মলে দেওয়া যায়!

প্রশ্ন : এতে তার কী লাভ?

উত্তর : কানমলা খেতে খেতে কামলা দাস হতে থাকে; দাসত্ব যায় স্থায়িত্বের দিকে। কানমলা দিতে দিতে মনিব প্রভু হতে থাকে; প্রভুত্ব যায় স্থায়িত্বের দিকে।

বিফলতার ভূমিকা

প্রশ্ন : চিন্তায় নৈরাজ্যের লক্ষণ কী?

উত্তর : ছোটো ঘটনায় বড়ো প্রতিক্রিয়া, বড়ো ঘটনায় ছোটো প্রতিক্রিয়া!

হুজুগ

প্রশ্ন : চিন্তায় নাবালকত্বের লক্ষণ কী?

উত্তর : দরকারি বিষয়ে দরকারি প্রতিক্রিয়া না থাকা এবং অদরকারি বা কম দরকারি বিষয়ে সর্বাত্মক প্রতিক্রিয়া!